তারিখ ... 15 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষকরাই আলোচনার উদ্যোগ নিতে পারেন

এখন রাজনৈতিক পরিবেশ শান্ত আছে। কিন্তু এই আন্দোলনকে সরকারবিরোধীরা একটা সুযোগ হিসেবে নিতে পারে। সরকার এখনই উদ্যোগ না নিলে পরিস্থিতি আরো ঘোলাটে হয়ে উঠতে পারে। তখন এটা সরকারের জন্য মঙ্গলজনক হবে না

মেজবাহ কামাল

নিজস্ব প্রতিবেদক ▶

অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এম এ মান্নান বলেছেন, 'ভ্যাট প্রত্যাহারের দাবিতে শিক্ষার্থীদের চলমান' আন্দোলন নিরসনে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা আলোচনার উদ্যোগ নিতে পারেন। আর শিক্ষকরা এগিয়ে এলে আমরা প্রধানমন্ত্রীর দ্বারস্থ হব। অর্থমন্ত্রী যেসব কথা বলেছেন তা নিয়ে আমার কোনো মন্তব্য নেই। তবে এটা বলতে হয়, শিক্ষকরা এগিয়ে এলে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে আলোচনার উদ্যোগ নেওয়া হবে।' রবিবার রাতে বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল এটিএন নিউজের সমসাময়িক বিষয় নিয়ে পর্যালোচনাভিত্তিক টক শো 'নিউজ আওয়ার এক্সট্রা' অনুষ্ঠানে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি এসব কথা বলেন। প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার স্বার্থে অনেক কিছুর ওপর ভ্যাট বা কর আরোপ করতেই পারে। এ নিয়ে আন্দোলনের কিছু নেই। আর আন্দোলন করে কোনো কিছু সমাধানও হয় না। এ জন্য প্রয়োজন আলোচনা।

সাংবাদিক মুন্নি সাহার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরো আলোচনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক মেজবাহ কামাল ও বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের মহাসচিব এ এস এম মাকসুদ কামাল।

অনুষ্ঠানের শুরুতে সঞ্চালক অতিথিদের উদ্দেশে বলেন, আজ কয়েক দিন হলো শিক্ষার্থীরা ঢাকার রাজপথ দখল করে আন্দোলন করে যাচ্ছে। তাদের রাস্তায় অবস্থানের কারণে সাধারণ যাত্রীদের চরম ভোগান্তি হচ্ছে। মানুষ চরম ভোগান্তি নিয়ে হেঁটে গন্তব্যে পৌঁছার চেষ্টা করছে। এদিকে সরকার আলোচনারও কোনো উদ্যোগ নিচ্ছে না। সমস্যাটি কিভাবে বিশ্লেষণ করবেন?

জবাবে অধ্যাপক মেজবাহ কামাল বলেন, 'এখন রাজনৈতিক পরিবেশ শান্ত আছে। কিন্তু এই আন্দোলনকে সরকারবিরোধীরা একটা সুযোগ হিসেবে নিতে পারে। সরকার এখনই উদ্যোগ না নিলে পরিস্থিতি আরো ঘোলাটে হয়ে উঠতে পারে। তখন এটা সরকারের জন্য মঙ্গলজনক হবে না।' সরকার শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের নিয়ে শিগগিরই আলোচনার উদ্যোগ নিতে পারে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'সরকারই যেহেতু শিক্ষার্থীদের টিউশন ফিতে ভ্যাট বসিয়েছে, উদ্যোগটি তাদেরই নিতে হবে। আলোচনার নামে সময় নষ্ট করাও ঠিক হবে না।'

আলোচনার এ পর্যায়ে এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেন, 'শুধু শিক্ষার্থীরা নয়, এখন যৌক্তিক দাবিতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও আন্দোলন করছেন। সরকারকে শিক্ষকদের আন্দোলনকেও গুরুত্ব দিতে হবে।' তিনি বলেন, 'দেশে এই মুহূর্তে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষকরা আন্দোলনরত। দুটি বিষয়ই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমরা কোনো আলোচনা বা শান্তিপূর্ণ উপায়ে এ সমস্যাগুলোর সমাধানের কথা শুনছি না; দেখেছি বল প্রয়োগের ঘটনা। বল প্রয়োগে কি সব সমস্যার সমাধান করা যায়?'

এ এস এম মাকসুদ কামাল আরো বলেন, 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিজেরা কোনো অর্থ প্রদান করবে না সরকারকে। তাদের অতিরিক্ত কিছু যদি সরকারকে দিতে হয়, তারা তা শিক্ষার্থীদের কাছ থেকেই নেবে। সরকারও এটি জানে। অবিলম্বে টিউশন ফির ওপর থেকে ভ্যাট প্রত্যাহার ও বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের মাধ্যমে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য টিউশন ফি নির্ধারণের নীতিমালা প্রণয়ন করা দরকার।'